# স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ-শ্রীহট্ট

"সশস্ত্র শক্তির ঔদ্ধত্য, প্রাণহীন শাসন পদ্ধতির-ই পরিচায়ক"

"সার্ব্বজনীন অহিংসা আজ স্বপ্ন নহে—উহা অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ বাস্তব সত্য।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত প্রণীত।

# স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ-শ্রীহট্ট

"সশস্ত্র শক্তির ঔদ্ধত্য, প্রাণহীন শাসন পদ্ধতির-ই পরিচায়ক"

"সার্ব্বজনীন অহিংসা আজ স্বপ্ন নহে—উহা অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ বাস্তব সত্য।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত প্রণীত।

With the best Compliments of.

# স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

———:———

"বর্ত্তমান শাসন প্রণালী অস্বাভাবিক এবং কৌশলময় দাসত্ব প্রথা দ্বারা ভারতবর্ষকে অধঃপতিত করিতেছে। সর্ব্বপ্রযত্নে ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।"

—মহাত্মা গান্ধী।

ভারতবাসী যখন বুঝিতে পারিল গত দেড়শত বৎসরের ইংরেজ শাসনের ফলে সোণার ভারত দিন দিন কাঙ্গাল সাজিতেছে—স্বাস্থ্য নাই—শিক্ষা নাই সম্পদ নাই, ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হইয়া দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে তখন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর প্রাণে এই হতাশাময় পরাধীনতার জ্বালা অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন বুঝিতে পারিল ধ্বংসের পথ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে আত্মশক্তি জাগ্রত করিতে হইবে—ধ্বংসের তালে তালে নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ভারতবাসী যখন বুঝিতে পারিল—

"কোটীকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে—নরকের প্রায়;
ক্ষণেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,—স্বর্গসুখ তায়!" —যখন

বুঝিতে পারিল—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ" তখন জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল।

ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার লাহোর অধিবেশনে জাতি পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিল—ভারতের স্বাধীনতা ও জগতের কল্যান সাধনা করিবার জন্য অহিংসা ও প্রেমমন্ত্রের ঋষি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় অপূর্ব্ব অহিংস-সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য দেশবাসী প্রস্তুত হইল।

১৯৩০ ইংরেজীর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতবাসী পূর্ণস্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা তলে সমবেত হইয়া জাতি ঐ দিবস

তাহার মুক্তির দৃঢ় সঙ্কল্প জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিল, এই পূত সঙ্কল্পহৃদয়ে ধার করিয়া জাতি মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশিত পথে অবিচলিত অবিকম্পিত চিত্তে যাত্রা সুরু করিল। আজি মহাত্মার অনুপ্রেরণায় এই জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা ভারত তাহারই অনুসন্ধানে ছুটিল—

## "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"

কিন্তু এই বল কিসের বল? এই বল প্রেমের বল। পাশব বলে আত্মাকে পাইব না—যদি কেহ স্বদেশকে ভালবাস স্বজাতিকে ভালবাস—তবেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিবে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।"

ইহাই মহাত্মার বাণী, আর ইহাই ভারতবর্ষের বাণী। এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সকল স্বার্থপরতা সকল হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, দেশপ্রেমকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "শত্রুকে ঘৃণা করিবে না, হিংসা করিবে না, কারণ প্রেমের জয় অনিবার্য্য। ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্ম্মের আন্দোলন—আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন, এই আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার একমাত্র উপায়—আত্ম-নিবেদন, সকল শাস্তি সকল আপদ বিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অনুরাগে—আত্মনিবেদন। তাই আজ মহাত্মার এই প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল "উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত প্রাপ্যবরাণ নিবোধত, নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" উঠ, ডাক, জাগ—আপনাকে জাগাও সম্মুখে প্রেমের পথ সুবিস্তৃত, সেই পথের পথিক হইয়া জাতির কল্যাণকে জাগাও।

রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধী কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া নিজের সর্ব্বস্ব দেশমাতৃকার পায়ে, সত্যের পায়ে বলি দিয়া সেই পূতমন্ত্র দেশবাসীর কাণে ঢালিয়া দিলেন, তাই আজ বিদেশী রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার সর্ব্ববিধ গ্লানি দূরীভূত করিতে ভারতের যাহারা প্রাণ তাহারাই শুধু মনুষ্যত্ব লইয়া অহিংস সমর প্রাঙ্গণে সমবেত হয় নাই—ভারতের নির্য্যাতিত লাঞ্ছিত নিরক্ষর সর্ব্বহারা দীনহীন পঙ্গু পর্য্যন্ত বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে—ভারতের কোটী কোটী মূক নরনারীর মুখে আজ ভাষা ফুটিয়াছে—চাই স্বাধীনতা,—চাই বাঁচিতে, আর চাই মানুষের অধিকার; আমার ঘরের সম্পদ—আমার দেশের সম্পদ—জলবায়ুর সম্পদ—সকল সম্পদে আমার অধিকার আমি বুঝিয়া লইব, আমার

যাহাতে জন্মগত অধিকার তাহা তোমাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইব, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মানুষকে মানুষের আত্মসম্ভ্রম লইয়া বাঁচিতে দেয় না—জাতির স্বতন্ত্র সত্তা লইয়া জাতিকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না—সে ব্যবস্থা ধ্বংস হউক !”

তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশ আজ তাহার নির্দ্দেশিত বর্জ্জন ও নির্ব্বিরোধ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিল—নিখিল ভারতের প্রতি কেন্দ্রে সে ভেরী নিনাদিত হইয়া উঠিল—ভারতবাসী আজ রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট ও অধীর হইয়া উঠিল। মহাত্মার বীণায় সে সুর বাজিয়া উঠিল “সময় হয়েছে নিকট এবার বাধন ছিড়্‌তে হবে।”

পৃথিবীর আদর্শ মানব সবরমতী ঋষি মহাত্মা গান্ধী সর্ব্ব প্রথমই লবণকরকে আশ্রয় করিয়া অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম সুরু করিলেন। ১৯৩০ ইংরেজীর ১২ই মার্চ্চ তারিখে সবরমতী আশ্রম হইতে ১৮০ মাইল দূরবর্ত্তী ডাণ্ডী নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে মাত্র ৭৯ জন সত্যাগ্রহী সৈনিক সহ পদব্রজে ইতিহাস স্মরণীয় জয়যাত্রা সুরু করিলেন।

বাংলাদেশের কাঁথী, নওয়াখালী প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানেও লবণ আইন ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে সকল স্থান হইতে সত্যাগ্রহী প্রেরিত হন। শ্রীহট্ট হইতে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য যে সকল সত্যাগ্রহী প্রেরিত হন সেই সত্যগ্রহ-বাহিনীর প্রথম দলে ছিলেন—দক্ষিণ শ্রীহট্টের দিগেন্দ্র আচার্য্য, রাকেশ সোম, বারীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাতেশ সোম প্রভৃতি এবং দ্বিতায় বাহিনীতে ছিলেন— কুলেন্দ্র কর, বীরেন দাস, রসিক ভট্টাচার্য্য, শৈলেশ দত্ত প্রভৃতি। ৩রা বৈশাখ তারিখে হেমন্তকুমার গুপ্ত, প্রমোদ চন্দ্র দে, সুধীররঞ্জন পাল প্রভৃতি নওয়াখালী যাত্রার উদ্দেশ্যে শ্রীহট্ট আগমন করেন, বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীশচন্দ্র গুপ্তও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

৩রা মে ( ১৯৩০ইং ) ভোরে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের গ্রেপ্তারের পর হইতে শ্রীহট্ট সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ৪ঠা ও ৫ই মে বন্দরবাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হয়, কিন্তু সহরে তখন ১৪৪ ধারা জারী থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও বাধা দেয় নাই। ৬ই মে অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ তার যোগে শ্রীহট্ট সহরে পৌছে, তৎক্ষণাৎ দলে দলে সত্যাগ্রহী সহর প্রদক্ষিণ করিয়া এই সংবাদ প্রচার করিতে

থাকেন এবং ৭ই মে তারিখে পূর্ণ হরতাল ঘোষিত হয়। ঐ দিবস ভোর ৬টা হইতে সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া সহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সকাল হইতেই আসাম রাইফেলের সৈন্যেরা সঙ্গীন বন্দুক কাঁধে লইয়া সহরের সর্ব্বত্র মার্চ্চ করিতে থাকে। হাটে, মাটে, পথে সর্ব্বত্র অস্ত্রধারী সিপাহীরা পাহারা দিতে থাকে—সমস্ত শ্রীহট্ট সহরে সেদিন সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ নগরের আকার ধারণ করিয়াছিল। সকালবেলা ঘোষিত হয় যে অপরাহ্নে এক শোভাযাত্রা কংগ্রেস সঙ্ঘের জিন্দাবাজারস্থ অপিস প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া টাউনহল প্রাঙ্গণে সভায় সমবেত হইবে। সহরবাসী অনেকেই নানা কারণে শোভাযাত্রা নিবারণের চেষ্টা করেন কিন্তু সত্যাগ্রহীরা নিজ সঙ্কল্পে অচল অটল থাকিয়া সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইতে আরম্ভ করে। এমন সময় দুইজন গোরা সার্জ্জেণ্ট মোটর আরোহণে সঙ্ঘের সম্মুখস্থ রাস্তায় আসিয়া বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিতে থাকে, "বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস, দেরী হয়ে যাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াও। জলদি চল। ( Come out, come out, Getting late. Right turn, quick march ) অপরাহ্ন ঠিক ৪ ঘটীকার সময় কংগ্রেস সঙ্ঘের যাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সভাপতি বাতরোগগ্রস্ত শিবেন্দ্র চন্দ্র ও সহঃ সভাপতি ধীরেন্দ্র নাথ শোভাযাত্রার পুরোভাগ দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে জাতীয় পতাকা হস্তে আসিয়া দাড়াইলেন নীরেন্দ্র নাথ, সুরেশ চন্দ্র ও সতীন্দ্র নাথ। "বন্দে মাতরম" ও মহাত্মা "গান্ধীজি কি জয়" ধ্বনি করিয়া শোভাযাত্রা ট্রেজারীর সম্মুখে তিনশত গজ যাইতেই দেখাগেল শতাধিক নাগা সৈন্য বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। শোভাযাত্রা সৈনাদের সম্মুখ হইতেই খানবাহাদুর তজম্মুল আলী শোভাযাত্রা ভাঙ্গিয়া দিতে সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক নাগাসৈন্য একসঙ্গে সঙ্গীন উঁচাইয়া একচল্লিশজন সত্যাগ্রহীর উপর লাফাইয়া পড়িল। মাত্র দুই তিন মিনিটের মধ্যে সমস্ত সত্যগ্রহী বন্দুকের কোঁদা, সঙ্গীনের খোঁচায় রক্তাক্ত কলেবরে ভূতলশায়ী হইলেন, সৈন্য এবং অধ্যক্ষরা তখন তাহাদিগকে পায়ে মাড়াইয়া চলিয়া গেল। ঘটনা স্থলে শ্রীহট্টের ডেপুটী কমিশনার মিঃ ডসন, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বোমার্ন্ট, সৈন্যদের অধ্যক্ষ মিঃ আরুইন উপস্থিত ছিলেন। একজন সত্যাগ্রহী ও নড়েন নাই কিম্বা "আঃ উঃ" শব্দ পর্য্যন্ত করেন নাই। ঐ ভূতলশায়ী সত্যাগ্রহীদিগের উপর কোন কোন সৈন্য এবং তাহাদের অধ্যক্ষ পদাঘাতও করিয়াছিল। কাছারী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র দর্শক

সাশ্রুনেত্রে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, কোন কোন দর্শক এই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়াছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে—এই ভীষণকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়া গেল। এই ৭ই মে তারিখের স্মরণীয় দিবসে দক্ষিণ শ্রীহট্টের হেমন্ত শ্রীশচন্দ্র, প্রমোদচন্দ্র তাহাদের নেতার আদেশে অন্যান্য মহকুমার সৈনিকের সঙ্গে নির্ভিকচিত্তে বিপক্ষের বন্দুক ও সঙ্গীণের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করেন। হেমন্ত কুমারের বুকের একটী হাড় ভাঙ্গিয়া যায়—এবং শরীরের নানাস্থানে আরও কয়েকটী বিশেষ আঘাতের ফলে ৭। ৮ দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র গুপ্তের হাত ভাঙ্গে এবং প্রমোদচন্দ্রও বিশেষ আহত হন। বিদ্যুৎবেগে শ্রীহট্টের এই পাশবিক অত্যাচার কাহিনী সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে সত্যাগ্রহী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করিতে থাকে।

এই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিবার জন্য মৌলবীবাজার সহরে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার গুপ্তের উদ্যোগে ও চেষ্টায় এবং স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকের সহানুভূতিতে একটী মহকুমা কংগ্রেস কমিটী ও একটী আইন অমান্য পরিষদ গঠিত হয় এবং এই পরিষদ শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস সঙ্ঘের অধীনে থাকিয়া তাহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্থির করেন। স্থানীয় মোক্তার, কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথনন্দী মহাশয় তাহার নিজ বাসাভবন কমিটীর আফিস ও সেনা নিবাসের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেন।

১৯৩০ ইংরেজীর ১৯শে মে তারিখে স্থানীয় মহকুমা মাজিষ্ট্রেট মৌলবী মহম্মদ চৌধুরী সাহেব কি ভাবিয়া দুই সপ্তাহের জন্য সহরে সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারার অনুযায়ী একখানা নোটীশ জারী করেন। সেই সময়ে শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস সঙ্ঘের যুক্ত-সম্পাদক অক্লান্ত-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেব মহাশয় প্রচার কার্য্যোপলক্ষে সহরে উপস্থিত ছিলেন—তাহার উপরও ঐ দিবস এই মর্ম্মে আর একখানা নোটীশ জারী হয় যে তাহাকে দুই ঘন্টার মধ্যে সহর ও ৬ ঘন্টার মধ্যে মহকুমা পরিত্যাগ করিতে হইবে কিন্তু সুরেশবাবু ঐ দিবসই হাকিম সাহেবকে একখানা পত্র লিখিয়া তাহার এই আদেশ অমান্য করিবেন এবং ঐ দিবসই অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকার সময় সহর হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী জগতসী গ্রামে এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন বলিয়া জানাইয়া দেন।

কি ভাবিয়া হঠাৎ যে মহকুমার কর্ত্তা মৌলবীবাজারের মত নীরব সহরে এরূপ অদ্ভুত আদেশ প্রচার করিলেন, তাহার সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছিনা। তবে কি হাকিম সাহেবের ১৯১৩ ইংরেজীতে তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জি, ই, গর্ডন সাহেবের বাংলার সম্মুখে বোমা বিস্ফোরণে একটা অজ্ঞাত যুবকের মৃত্যু বিভীষিকার চিত্র হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছিল? আমাদের এ অনুমান সত্য হইলে আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব বর্ত্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সম্পূর্ণ অহিংস তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। তাহার কার্য্য যাহাই হউক আমরা একথা স্বীকার করিব যদি তিনি এরূপ আদেশ জারী না করিতেন তাহা হইলে মৌলবীবাজারে গঠনমূলক কার্য্য এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইত কি না সন্দেহ—তাহার এই আদেশের ফলেই এই মহকুমার আইন অমান্য ও বর্জ্জন আন্দোলন পূর্ণবেগে সম্প্রসারিত হইয়াছিল তাহা বলা যাইতে পারে।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় একদল কর্ম্মী শোভাযাত্রা সহ সুরেশবাবুকে জগতসী গ্রামে লইয়া আসে। স্বদেশী যুগের অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীহট্টগৌরব, দেশের একনিষ্ঠ সেবক ৺ মহেন্দ্রনাথ দেব এম, এ; বি, এস, সি, মহাশয়ের বাটীস্থ প্রাঙ্গণে ঐ দিবস হিন্দু-মুসলমান ও মহিলাদের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সুরেশবাবু ঐ সভাতে বক্তৃতা প্রদান করিয়া ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করেন।

জগতসীর কথা বলিতেই মনে পড়ে—আজ বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বের কথা—মনেপড়ে আজ সেই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী, মনে পড়ে আমলাতন্ত্রের সে জালিনওয়ালাবাগের প্রথম অভিনয়ের কথা। বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে ( সন ১৩১৮বাং ) মহেন্দ্রনাথ তাহার বাড়ীতে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া যথা সর্ব্বস্ব ঐ আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করেন এবং জগন্মঙ্গলার্থ একটী যজ্ঞ ও দিবারাত্র ব্যাপী অবিশ্রান্ত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, কিন্তু সরকার তাহাদের এই কার্য্যকলাপ নানা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। কোনও কারণে মহেন্দ্রবাবু, তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ দেব এবং স্বামী দয়ানন্দ ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য আদিষ্ট হন। স্বদেশবৎসল মহেন্দ্র নাথ ( ঋষি যুগানন্দ ) এমনি ভাবে একদিন সরকারের এই বেআইনি আইনের প্রতিবাদ করে তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই মর্ম্মে একপত্র লিখিয়া জানান "* * * এতাবৎকাল

আশ্রম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অযথা দারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিতেছে প্রতিপক্ষে শাসন বিভাগ কর্ত্তৃক সম্রাটের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতেছে। অযথা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপে সেবক সেবিকা বার বার ভারতের শাসন প্রতিনিধিকে তার-যোগে জানাইয়াছেন। ফলে মাত্রা ক্রমশঃ এমন ভাব ধারণ করিয়াছে যে বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অতীব দুঃখের সহিত যে আইনী শাসন অমান্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে সহায় হওয়া রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। রাজা সে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হওয়ায়ও পুনঃ পুনঃ সংশোধনার্থ অনুরোধ উপেক্ষা করায় কেবলমাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া রাজা প্রজা সম্বন্ধ রহিত করিলাম। * * * " ( Dt Sylhet case Ne. 9/7 of 1912, ext No 5 )

শ্রীহট্ট পুলিসের বড় সাহেব মিঃ বোমাণ্ট ( new retired ) তখন পুলিসের ছোট কর্ত্তা। তিনি এই তিনটী নিরস্ত্র লোককে বন্দী করিবার জন্য একদল সশস্ত্র সিপাহীসহ ওয়ারেণ্ট নিয়া অশ্বারোহণে জগতসী গ্রামে আগমন করেন। আশ্রমের নাটমন্দিরে তখন কীর্ত্তন চলিতেছিল—সিপাহী ও সাহেবকে দেখিয়া দিগেন্দ্রবাবু দেবমন্দির প্রাঙ্গণে এঅবস্থায় প্রবেশ নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া জানাইলে সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া উঠেন ; ঢাকঢোলের শব্দে ঘোড়া অসংযত হইয়া উঠে এবং সাহেব অশ্ব সংযত করিতে অসমর্থ হইয়া ভূপতিত হইতেই সিপাহীরা কি মনে করিয়া গুলি চালাইতে থাকে—গুলি বিদ্ধ হইল—যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যান-নিমগ্ন মহাপ্রাণ মহেন্দ্রনাথের শরীরে, গুলি আর পড়িল—কীর্ত্তনানন্দে বিভোর কতিপয় ভক্তের উপর। মহেন্দ্রনাথ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইলেন আরও কতিপয় বিশেষভাবে আহত হইলেন—মন্দির প্রাঙ্গন রক্তে রঞ্জিত করিয়া সাহেব সেদিনের মত সমর শেষ করিলেন—কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল না। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়া সাহেবের কপাল চিরিয়া সামান্য রক্তপাত হয়—চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। গ্রামবাসী ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল।

শ্রীহট্ট হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া কেপ্টেন ব্রউটন একদল গুর্খা সৈন্যসহ পরদিবস মৌলবীবাজার পৌছিলেন এবং তারপর দিবস ভোরে সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য সমস্ত বাড়ী ঘেরাও করিল—একদল সৈনিক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিল—উন্মত্ত অসভ্য সিপাহীরা সঙ্গীনের খোচায় বেটনে, সবুট পদাঘাতে যাহাকে পাইল তাহাকেই আহত করিল। মা ভগ্নিগণ কোলের শিশু,

বৃদ্ধ কেহই অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন না—ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সিপাহীরা গৃহস্থিত দ্রব্যাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের উপর অত্যাচার করিয়াও সিপাহীরা ক্ষান্ত হইল না—গৌরাঙ্গের দারুময় বিগ্রহ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিল !!! প্রায় একশত ছেলে, বৃদ্ধ, মা ভগিনীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া সহরে হাটাইয়া লইয়া গেল—সে নিদারুণ দৃশ্য দর্শনে পাষাণ প্রাণও বিগলিত হইল। থানায় নিয়া ১২ জনকে রাখিয়া অবশিষ্ট সকলকেই ছাড়িয়া দিল।

আমলাতন্ত্রের মস্তিস্ক গরম হইয়া গিয়াছিল ঐ শ্বেতাঙ্গের এক ফোটা রক্ত দেখিয়া—ঐ এক ফোটা রক্তের প্রতিষোধ লইতে চণ্ড নীতির অপূর্ব্ব অভিনয় চলিয়াছিল ঐ এক ফোটা রক্তের প্রতিশোধ লইতে আমলাতন্ত্র—নারীশক্তির হিন্দু বিগ্রহের লাঞ্ছনায়ও লজ্জিত নহে—কিন্তু নারীর লাঞ্ছনায়—ধর্ম্মের উপর আঘাতে বিশ্বের কত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল — সেই ঐতিহ্য শক্তিমদে ও স্বার্থান্ধ হইয়াইত তাহা বুঝা সম্ভব হইল না।

দশ দিন মৃত্যু শয্যায় শায়িত থাকিয়া রথ যাত্রার দিন শ্রীহট্ট জেলে মহেন্দ্র নাথের নশ্বর দেহরথ মহাযাত্রা করিল। শ্রীভূমি একটী অমূল্য রত্নহারা হইলেন। হে ত্যাগীশ্রেষ্ঠ মাতৃযজ্ঞের পুরোহিত মহেন্দ্রনাথ! তুমি স্বাধীনতার বেদীমূলে নিঃশেষে প্রাণদান করিয়াছ— ধূলায় মাথা লুটাইয়া তোমার মুক্ত আত্মার উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি—তোমার সেই পবিত্র যজ্ঞ বেদী মূলেই মৌলবী বাজারের তথা দক্ষিণ শ্রীহট্টের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন—কর্ম্মি সুরেশ চন্দ্র। অলক্ষ্যে থাকিয়া আশীষ বর্ষণ কর—আমাদের উদ্দেশ্য যেন সাফল্যমণ্ডিত হয়—আমরা যেন শত অত্যাচারেও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট না হই—জাতীয় জীবনমরণ সংগ্রামের সন্ধি ক্ষণে তোমার আদর্শে অনু প্রাণিত হইয়া আমরা যেন মুক্তি অভিযানে পরিচালিত হই।

জাতীয় জাগরণের প্রথম উন্মেষে শ্রীভূমি এভাবে কত অমূল্য রত্নহারা হইয়াছে—এ ভাবে পরপদানত মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনে শ্রীভূমির কত দেশ প্রেমিক সন্তান মাতৃযজ্ঞে আত্মদান করিয়াছেন, পথভ্রান্ত পথিকের মত স্বাধীনতা কামী শ্রীভূমির কত সন্তান অজ্ঞাতে জাতীর কল্যানার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করিয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টের ভোজপুর গ্রামের আর একটি মহাপ্রাণ যুবক নগেন্দ্র নাথ দত্ত

( বিপ্লবী যুগের গিরিজা নাথ দত্ত) বারানসী ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়া সুদীর্ঘ তিন বৎসর কাল পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। কারামুক্তির অব্যবহিত পরেই তিনি পরাধীনতার সকলজ্বালা মোচন করিয়া চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন। আজ জীবন মরণের এ সন্ধিক্ষণে তাহার স্বর্গগত আত্মার প্রতি দেশবাসীর সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাভঙ্গের পর ঐ দিবস রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সুরেশ বাবু শোভা যাত্রা সহ মৌলবী বাজার কংগ্রেস শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ২০শে মে ভোর বেলা সুরেশ বাবুকে স্থানীয় পুলিশ ১১৮ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করে এবং ঐ দিবস দ্বিতীয় হাকিম নবীব আলী সাহেবের বিচারে সুরেশ বাবু ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা অর্থ দণ্ড তদনাথায় দেড় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। হাকিম সাহেব তদীয় সহপাঠী সুরেশ বাবুকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীভুক্ত করেন, সুরেশ বাবু হাসিমুখে দণ্ড গ্রহন করেন।

২১শে মে তারিখ আইন অমান্য পরিষদ প্রচার করেন যে নিতান্ত বেআইনী ভাবে সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা বন্ধের যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা অমান্য করা হইবে এবং অপরাহ্ন দুই ঘটীকার সময় উক্ত পরিষদ মহকুমা হাকিমকে জানাইয়া দেন যে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় কংগ্রেস অপিস হইতে এক শোভা-যাত্রা বাহির করা হইবে। অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় মহকুমা হাকিম নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোককে আহ্বান করিয়া আপোষের প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং ঐ দিবস প্রস্তাবিত মিছিল বন্ধ রাখিলে অনতিবিলম্বে ১৪৪ ধারার আদেশ প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু ৪ ঘটীকা পর্যান্ত এই আলাপ আলোচনা চলিলেও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়ায় নিরূপিত সময়ে কুলেন্দ্র কর, হরেশ দত্ত, হৃষিকেশ সেন, বিধু ভট্টাচার্য্য এবং বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য নামক ৫ জন সত্যাগ্রহী কংগ্রেস অপিস হইতে পতাকা হস্তে জাতায় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া টাউনহলের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই—মহকুমা হাকিম ও নবীব আলী সাহেব একদল পুলিস ফৌজ নিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন।

এই গ্রেপ্তার পর্ব্বটা বিশেষ শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হইতে দেখিয়া থানার ভার প্রাপ্ত দারোগা মজহর উদ্দিন সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে এবং দারোগা সাহেব অলৌকিক অঙ্গভঙ্গি সহকারে সত্যাগ্রহী নেতাদিগকে আহ্বান করিতে থাকেন

এস্‌ নবীব আলী সাহেব ও দারোগা সাহেবের কার্য্যে সায় দিতে থাকেন কিন্তু মহকুমা হাকিমের তৎপরতায় তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তাহাদের ব্যবহার জনতাকে উত্তেজিত করিতে পারিল না। * * *।

কয়েকদিন হাজতবাসের পর শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বিচারে ২১শে তারিখে ধৃত উক্ত ৫ জন সত্যাগ্রহী প্রত্যেকে তিন তিন মাসের অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ঐ দিবস সাড়িয়া গ্রামে অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকায় এক জনসভার অধিবেশন হয়। হাকিম নবীব আলী সাহেবের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ প্রায় ২ ঘটীকার সময় ঐ গ্রামে উপস্থিত হয় এবং নিরীহ গ্রামবাসাদিগকে রাজশক্তির পরিচয় ও ভীতিপ্রদর্শন মানসে তথায় ফুচকাওয়াজ করিতে থাকে। সভার নির্দ্ধারিত সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইতেই পুলিশ ফৌজ সভাস্থ ৩০।৩৫ জন লোককে ঘেরাও করিয়া ফেলে কিন্তু সভাস্থ কেহই সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত সভার কার্য্য চালাইতে থাকেন। যে সকল নিরীহ গ্রামবাসী দূরে দাঁড়াইয়া এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতেছিল তাহারাও শেষে সভায় যোগদান করিল। হাকিম সাহেব তাহাদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে ভাবিয়া ভগ্ন মনোরথে সহরে ফিরিয়া আসেন, - জন সাধারণের মনে স্বাধীনতালাভের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—জনসাধারণ যে স্বাধীনতা লাভের জন্য বন্দুকের মুখে ও অম্লান-বদনে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াইবার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিলেন। ভীতি বিহ্বলচিত্ত নিরীহ গ্রামবাসী বুঝিল—সঙ্ঘশক্তির মর্য্যাদা—সরকারের বেআইনী আইনের ফাঁক,—আর সঞ্চয় করিল—মনের দৃঢ়তা। বিদ্যুৎবেগে ঐ দিনের সভার বিবরণ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল দ্বিগুণ উৎসাহে মহকুমার সর্ব্বত্রই সভাসমিতি হইতে লাগিল এক সপ্তাহের ভিতরেই মহকুমায় সর্ব্বত্র প্রায় ১০০ সভার অধিবেশন হইয়াগেল—জগতজোড়া জাগরণে দক্ষিণ শ্রীহট্টবাসী দেশাত্মবোধ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল, বর্জ্জন আন্দোলন তোড়জোড় চলিতে লাগিল। মহকুমা হাকিম বুঝিলেন কি আগুণ তিনি জ্বালাইয়াছেন তাই তিনি শ্যাম রাখেন কি কুল রাখেন এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—আন্দোলন ধামাচাপা দিবার ব্যবস্থা খুজিতে লাগিলেন। ৩০শে মে পর্য্যন্ত আপোষের প্রস্তাব চলিতে থাকে কিন্তু আইন অমান্য পরিষদ প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ৩১শে মে তারিখে এক শোভাযাত্রা বাহির করেন কিন্তু সেদিন আর কোনও

গ্রেপ্তার বা অত্যাচার হয় নাই। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় পুলিশ কংগ্রেস আপিস খানাতল্লাসী করিয়া আপিসের কাগজপত্র লইয়া যায়।

১লা জুন (১৪৪ ধারার শেষ দিবস) লোকনাথ পাল, ধীরেন্দ্র দাস, চরিত্র মালাকার, নরেশ ভট্টাচার্য্য, সরোজাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ছয় জন সত্যাগ্রহী শোভাযাত্রা করিয়া কংগ্রেস আপিস হইতে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই পুলিস কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। পুলিস সেদিন লাঠীদ্বারা তাহাদিগকে বেমালুম প্রহার করে। পতাকাধারী লোকনাথ পালের হাত হইতে একজন পুলিস পতাকা ছিনাইয়া আনিতে চেষ্টা করে কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে বাঘ যেমন শীকারের উপর লাফাইয়া পড়ে তেমনি আরও দুইজন পুলিস তাহাকে আক্রমণ করে, প্রহারের ফলে লোকনাথ অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হয় কিন্তু তথাপি অজ্ঞান অবস্থায়ও পতাকার এক অংশ মুষ্টির মধ্যে রক্ষা করিয়াছিল।

জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মানবোধ একটা জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠিলে সে জাতি শীঘ্রই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিতে সমর্থ হয়। প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কালে টাউনহল প্রাঙ্গণে শ্রীহট্ট কংগ্রেস সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীহট্ট গৌরব ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে বলিয়াছিলেন "আমি আপনাদিগকে বলিতেছি—এ জাতীয় পতাকার সম্মান যেন আপনারা রক্ষা করেন। আপনাদেরে আমি প্রসিদ্ধ ফরাসীবীরের বাণী স্মরণ করাইয়া দিতেছি—"A French man knows how to die but cannot surrender his flag" কেমন করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে হয় ফরাসী জানে কিন্তু জাতীয় পতাকা নমিত হইতে দেয় না"। পরাধীন ভারতবাসী এভাবে জাতীয় পতাকার অবমাননা আর কতদিন সহ্য করিবে?

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস সঙ্ঘের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ দেব ও উত্তর শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী প্রচার কার্য্যউপলক্ষে ঐ দিবস মৌলবীবাজার আসিয়াছিলেন। দীঘিরপার বাজারে এক জনসভায় যোগদান করিবার জন্য তাহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া উক্ত সভায় লইয়া যাওয়া কালীন, মদের দোকানের সম্মুখীন হইতেই বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী দুর্গেশ দেব, সরোজ দাস, সুরেন্দ্র ভট্ট প্রভৃতি কয়জন সত্যাগ্রহী পুলিস কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রহৃত হন।

কোন আইনের কোন পাতার কোন ধারার বলে অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত এই কয়জন সত্যাগ্রহীকে বেপরোয়া ভাবে মারপিট করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল—চণ্ডনীতির তাণ্ডবলীলা অভিনীত হইল—সে কথা কা'কে জিজ্ঞাসা করিব? এই শোভাযাত্রাগুলি বেআইনী ঘোষণা করার বা তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার জন্য আদেশ দিতে কোনও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন না—জনতা বেআইনী ঘোষণা করার অধিকার কোনও পুলিসের নাই—থাকিলেও সেদিন সে সময় ঘোষণা করা হয় নাই—এভাবে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার খেলা আর কতদিন চলিবে?

মৌলবীবাজারের এ অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া জননী ভগিনীরাও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ১১ই জুলাই তারিখে শ্রীহট্ট হইতে বিশিষ্টা মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা আশালতা সেনগুপ্ত কয়েকজন সহকর্ম্মীসহ মৌলবীবাজার পৌঁছলেন। তাহাদের উপস্থিতিতে সহরে নারী জাগরণের এক বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। টাউনহলে মহিলাদের এক বিরাট সভা হয় এবং শ্রীযুক্তা লবঙ্গলতা ধরের সম্পাদকতায় সহরে একটি নারী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। মফস্বলের নানা স্থানেও মহিলাদের সভাসমিতি হইতে থাকে। চৌয়ালিসেও শ্রীযুক্তা সুভাষিনী গুপ্তার সভানেতৃত্বে আর এক মহিলা সঙ্ঘ গঠিত হয়। মহিলারা গঠন মুলক কার্য্যে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন—দৈনন্দিন জীবনধারাকে অব্যাহত রাখিয়া সংসারের কল্যাণময়ী সেবাপরায়ণা জননী ভগিনীরূপেই থাকিতে পারিলেন না; তাই আজ স্বধীনতা সংগ্রামে আসিয়া দাড়াইলেন—যোদ্ধৃবেশে।

১৭ই জুলাই হইতে স্থানীয় মদ, গাজার দোকানে পিকেটীং আরম্ভ হয়। পুলিস ঐ দিবস পিকেটিং আরম্ভ হইতেই দুইজন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে। তাহারা গ্রেপ্তার হইবার পর সেই স্থলে প্রমোদ দেব, অনন্ত কর, প্রভৃতি পিকেটিং করিতে যাইতেই পুলিস তাহাদিগকে লাঠীদ্বারা প্রহার করিতে থাকে এবং বাধিয়া থানায় লইয়া যায় এবং সেখানেও মারপিট করিয়া রাত্র ৯টায় সকলকেই ছাড়িয়া দেয়। তারপর দিবস ১৬ জন সত্যাগ্রহীকে পিকেটিং করিবার সময় গ্রেপ্তার করিয়া থানায় নিয়া রাত্র ১০ ঘটীকা পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়া ছাড়িয়া দেয়। ১৯শে জুলাই ২ জন এবং তৎপর দিবস ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দিবস শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী ও মন্মথ দত্ত নামক দুইজন

সত্যাগ্রহীকে এরূপ নির্ম্মমভাবে প্রহার করা হয় যে তাহারা প্রহারের ফলে কয়দিবস শয্যাশায়ী ছিল।

২১শে জুলাই তারিখে দলে দলে সত্যাগ্রহী বিশেষ উৎসাহের সহিত পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিলে দারোগা মজহর আলী সাহেবের রাগের মাত্রা একটু বাড়িয়া যায়। পুলিস পিকেটারদিগকে বেমালুম প্রহার করে। সকলকেই ঐ দিবস থানার হাজতকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাদিগকে ঐ রাত্রে আহারাদি যোগান দূরের কথা পিপাসায় একবিন্দু জল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। পরদিবস ৭ জনকে ছাড়িয়া দিয়া উপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিজয় দাস, সুরেশ দেব, অক্ষয় ভট্টাচার্য্য, রণধীর মুচ্ছুদ্দী প্রভৃতি অবশিষ্ট ৬ জনকে পিকেটিং অর্ডিন্যান্সে প্রত্যেককে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ২২শে জুলাই ২ জন পিকেটার বিশেষভাবে প্রহৃত হয়।

কর্ত্তৃপক্ষ অত্যাচারের মাত্রা যতই বাড়াইতে লাগিলেন ততই দলে দলে সত্যাগ্রহী বিপুল উৎসাহে সংগ্রামে যোগদান করিতে লাগিলে, কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী" তাই —আন্দোলন দমন করিবার জন্য শ্রীহট্ট হইতে একদল নাগা সিপাহী আমদানী করিলেন।

২৩শে জুলাই হইতে কর্ত্তৃপক্ষ বর্ব্বরযুগের নিদর্শন পশুবলের বিশেষ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উন্মত্ত নাগা সিপাহী প্রতুল সোম, গিরীশ দত্ত, কালিপদ, শশী শর্ম্মা প্রভৃতি ৪ জন সত্যাগ্রহীকে ভীষণভাবে প্রহার করে। নাগাসৈনা তাহাদের শিবিরে ফিরিয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে কংগ্রেস অপিসে প্রবেশ করিয়া জাতীয় পতাকা ছিণাইয়া লইতে চেষ্টা করে কিন্তু বিমলা চৌধুরী নামক একজন সত্যাগ্রহী বিশেষভাবে প্রহৃত হইয়াও পতাকা রক্ষা করে।

২৪শে জুলাই হইতে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়। সিতেশ সোম ও প্রতুল সোম নাগা সিপাহীর প্রহারের ফলে অজ্ঞান হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া যায়। রেডক্রশধারী স্বেচ্ছাসেবক বীরেন্দ্র দত্ত, ঠাকুরধন শীল তাহাদের শুশ্রূষার জন্য অগ্রসর হইলে তাহারাও বিশেষভাবে নাগাদের লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত হয়।

২৫শে জুলাই স্থানীয় পুলিস ৬ জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদিগকে হাতকড়া ও দড়ি দিয়া বাধিয়া একখানা নৌকায় উঠাইয়া লয়, এবং

সহর হইতে প্রায় ৪ । ৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে নিয়া বিশেষভাবে শাসাইয়া ছাড়িয়া দেয়।

এত জুলুম জবরদস্তি করিয়াও যখন কর্ত্তৃপক্ষ দেখিলেন তাঁহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইতেছে—অহিংসার কিস্তিতে তাহাদের সকল চালবাজি মাত হইয়া যাইতেছে, তখন কর্ত্তৃপক্ষ ধৈর্য্যহারা হইলেন,—নাগাসিপাহীরা জনসাধারণের উপর পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল পথিক ক্রেতা বা খদ্দর কি গান্ধী টুপী পরিহিত লোক দেখিলেই নাগারা প্রহার করিতে লাগিল। সহরময় আতঙ্কের সৃষ্টি হইল—দোকানপাট বন্ধ—রাস্তাঘাট লোক চলাচলহীন হইতে লাগিল। ঐ দিবস কংগ্রেসকর্ম্মী দ্বারকা গোস্বামীর ভ্রাতা গুরুদয়াল গোস্বামী এক দরজী দোকানে জিনিস ক্রয় করিতেছিলেন—নাগারা তাহাকে সেথর হইতে রাজ পথে টানিয়া আনিয়া লাঠীদ্বারা বুকে, হাতে মাথায় বেমালুম প্রহার করে, ফলে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া রাস্তায় পড়িয়া যান—এবং প্রায় ৩ ঘণ্টা পর তিনি সংজ্ঞালাভ করেন। আরও কতিপয় ব্যক্তিও এভাবে বিশেষভাবে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এভাবে রাজকর্ম্মচারীরা সহরের বুকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণ ৩॥ সাড়ে তিনঘটীকার সময় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়কে স্থানীয় পুলিস গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘহাজত বাসের পর দ্বিজেন্দ্রবাবু মুক্তিলাভ করেন।

২৬শে জুলাই দক্ষিণ শ্রীহট্টের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিবস। "দিনমণি উদিত" হইতেই "বৃটিশের রণবাদ্য উঠিল বাজিয়া" লাল পাগড়ীওয়ালা এবং সশস্ত্র নাগাসিপাহীরা সহরময় ছুটাছুটি করিতে লাগিল—সমস্ত সহরের বুকে একটা ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হইল। অমানুষিক অত্যাচারের ফলে দোকান ক্রেতাহীন—রাস্তা জন মানবহীন—গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়াও কেহ নিরাপদ মনে করিলেন না—সকলেই প্রমাদ গনিলেন। শীকার অন্বেষণে সিপাহীরা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—সহরময় গুণ্ডারাজত্ব স্থাপিত হইল—কর্ত্তৃপক্ষ সত্যাগ্রহী নির্য্যাতনের জন্য বৃ্যহ রচনা করিয়া শাসন নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন—কিন্তু কর্ম্মীরা ভ্রূক্ষেপহীন সংযমবীরের মত সকল অত্যাচার-সকল নিষ্পেষণ মাথা পাতিয়া নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। পিকেটিং আরম্ভ হইতেই নাগারা পিকেটার দিগকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিতে

লাগিল—দলে দলে পিকেটার আহত হইতে লাগিল—কিন্তু কর্ম্মীরা সোৎসাহে পিকেটিং চালাইতে থাকেন। একে একে ২০ জন সত্যাগ্রহী ধৃত হইলেন। কিন্তু অপরাহ্ণ তিন ঘটীকার সময় সকলকেইছাড়িয়া দেওয়া হয়।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটীকার সময় একটী শোভাযাত্রা বাহির হইবার কথাছিল তাই কংগ্রেস কার্য্যালয়ের সম্মুখে লোকজন জড় হইতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক ৩৷৷ সাড়ে তিন ঘটীকার সময় সশস্ত্র ফৌজসহ কংগ্রেস আপিস হানা দিয়া স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত রাকেশচন্দ্র সোম ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ২৮ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যান, শিবিরে যে সকল আহত সৈনিক ছিল তাহাদিগকেও টানিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়।

তারপর হিংস্র রাজশক্তির অশেষ নির্য্যাতন ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইল! নেশায়বিভোর অসভ্য পাহাড়ীয়া নাগাসৈনা গৃহস্থিত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল টেবিল, চেয়ার,চৌকি,প্রভৃতি গৃহস্থিত; আসবাব এবং থাল-ঘটী বাটী চূর্ণ বিচূর্ণ করিল—চাল ডাল প্রভৃতি ঘাসের উপর ছড়াইয়া ফেলিল—ঘরের বেড়া কাটিয়া ফেলিল অবশেষে ঘরের ভিতর কোদাল দিয়া খুড়িয়া বর্ব্বরতার চরম অভিনয় সমাপ্ত করিল। এই কার্য্যমূলে প্রায় একহাজার টাকার অর্থ ক্ষতি হইয়াছে।

এদিকে সত্যাগ্রহীদিগকে থানায় নিয়া একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সন্ধ্যার সময় সত্যাগ্রহীরা হঠাৎ বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গেই কয়জন নেশায় উন্মত্ত নাগা সিপাহী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ রাখিয়া দিল—এবং আবার সত্যাগ্রহীদিগকে লাঠীর আঘাতে, বেটনে সবুট পদাঘাতে যথেচ্ছভাবে প্রহার করিতে লাগিল—অন্ধকার গৃহে চীৎকারের রোল উঠীল, প্রায় ১০ মিনিটকাল এভাবে প্রহারের তাণ্ডবলীলা চলিল—"আবার আবার সেই বাঁশরীর ধ্বনি" যুদ্ধ থামিল—সিপাহীরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু থানাগৃহ জনমানবহীন—পিশাচের দল হতাহতের খবর ও নিলনা আহত সত্যাগ্রহীরা জল জল বলিয়া পিপাসায় একবিন্দু জল ও পাইল না।

এ অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই থানার সম্মুখ ও পেছনে বড় রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ করিবার জন্য সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য মোতায়েন ছিল—। সত্যাগ্রহীদের মর্ম্মন্তুদ চীৎকার শ্রবণে যাহারা ব্যাপার দেখিবার জন্য সেখানে ছুটিয়া গেলেন তাহারাও প্রহৃত হইলেন। স্থানীয় কালীবাড়ীতে দুইটি ছেলে বসিয়াছিল,—

নাগারা সেখানে গিয়া ও তাহাদিগকে প্রহার করিল।

সমস্ত রাত্রি তাহাদিগকে হাজত ঘরের পিঞ্জরে (75sq ft meant for 5 only) আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। প্রহার-জর্জ্জরিত অনাহারক্লিষ্ট উক্ত ২৮ জন সত্যাগ্রহীকে পরদিবস বেলা ১২ ঘটিকার সময় মহকুমা হাকিমের আদেশে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিচলিত রাষ্ট্রশক্তি অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত নিরস্ত্র গোটাকয়েক লোককে জব্দ করিবার আর কোনও পথ খুজিয়া না পাইয়া অভ্যস্ত পরিচিত সনাতন নির্য্যাতনের পথই বাছিয়া লইল। এই অমানুষিক প্রহারের ফলে কয়েকজন কর্ম্মীর স্বাস্থ্য চিরজীবনের মত নষ্ট হইয়াছে—কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে কাহারও কর্ম্মশক্তি চিরজীবনের মত লোপ পাইয়াছে। গিরীশচন্দ্র দত্ত নামক একটি দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালক অতিরিক্ত প্রহারের ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া যায়—গত ফাল্গুনমাসে সে তাহার সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছে।

এভাবে জুলুমবাজী ও পৈশাচিক লীলার অভিনয় করিয়াও কর্ত্তৃপক্ষের আশা মিটিল না—স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে সত্যাগ্রহীকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করা হইল নানা ভয় দেখান হইল—সকলেই বুঝিলেন নাদীরসাহী শাসনে কিছুই অসম্ভব নহে।

সত্যাগ্রহীরা গঠনমূলক কার্য্যে গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হইল। সহরের অদূরে দিঘীরপার বাজারে কমিটির নিজস্ব অস্থায়ীকার্য্যালয় স্থাপিত হইল।

ঐ দিবস পুলিসের ছোটকর্ত্তা (?) কতিপয় গুর্খা সৈন্যসহ মৌলবীবাজার আসিতেছিলেন—সহর হইতে ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী আজমইন মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্মুখে আসিতেই তাহার কর্ণে "মহাত্মা গান্ধিজী কি জয়" ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়—মহাত্মার নাম শুনা মাত্রই সাহেবের মাথা গরম হইয়া উঠে এবং অপরাধীর (?) খবর না পাইয়া স্কুলের কতিপয় ছেলের দিকে গুর্খা লেলাইয়া দেন, সিপাহীরা সেখানে যাহাকে পাইল তাহাকেই প্রহার করিয়া ফিরিয়া আসিল, এই তো আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নমুনা!

ইতিমধ্যে স্থানীয় রাজকীয় বিদ্যালয়গৃহ ভস্মীভূত হয় এবং স্থানীয় মদের দোকানে কে বা কাহারা অগ্নি সংযোগ করে—পুলিসের রোষে আইন অমান্য পরিষদের যুক্ত সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য ও কতিপয় ছাত্রকে ধৃত হন। কংগ্রেস কর্ম্মী সুধীররঞ্জন পালকেও ঐ

সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীহট্ট হইতে মৌলবীবাজার লইয়া আসে। কিছুদিন হাজতবাসের পর সুধীরবাবু ব্যতীত অপর সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সুধীরবাবুর উপর একে একে ১০৯, ১১০ ধারার অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং দীর্ঘ ছয়মাসকাল হাজতবাসের পর তিনি আর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবেন না এই সর্ত্ত অঙ্গীকারে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আইনের বিধান এই তো!!

২৭শে আগষ্ট তারিখে শ্রীহট্ট জেলা বারের উকিল অলহা নিবাসী শ্রীযুক্ত দক্ষিণরঞ্জন গুপ্ত, রতীশ গুপ্ত, ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সমসেরগঞ্জ বাজারে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে করবন্ধ আন্দোলনের অপরাধে তাহারা ধৃত হন। বিচারে রতীশ গুপ্ত, ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং দক্ষিণাবাবু তিন মাস অশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০৲ অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভিক্ষার-বাক্স ( Collection Box ) সহ তিনটি ছেলে ধৃত হয়। পুলিস ভিক্ষার বাক্সগুলি কিম্বা ভিক্ষালব্ধ পয়সা ফেরৎ দেওয়া সমিচীন মনে করে নাই।

১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে পুনরায় মদ ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে ২ জন পিকেটার ধৃত হয় এবং পুলিশ থানায় নিয়া প্রহার করিয়া সন্ধ্যাসময় ছাড়িয়া দেয়। ২৫শে ৪ জনকে ধরিয়া থানায় নিয়া প্রহার করা হয়। দুই জনকে ঐ দিনই ছাড়িয়া দেয় এবং অবশিষ্ট দুই জনকে দারোগা সাহেব সবুট পদাঘাতে আপ্যায়িত করেন এবং তৎপর দিবস বেলা ১২ ঘটিকার সময় তাহাদিগকে মিউনিসিপাল সীমার বাহিরে নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এভাবে পিকেটিং করিতে গিয়া এভাবে গ্রেপ্তার প্রহার ইত্যাদি চলিতে থাকে। ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পূর্ণ উদ্যম গঠনমূলক কার্য্য চলিতে থাকে।

১৯৩১ইং ৫ই জানুয়ারী শ্রীহট্টের প্রবীন জননায়ক জেলা কংগ্রেস সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব মহাশয় দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমায় সফরে বাহির হন। তাহার উপস্থিতিতে মৌলবীবাজার, দিবীরপার, শ্রীমঙ্গল, সত্রসতী, মিরপুর, দলিয়া প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি সভা শোভাযাত্রা ইত্যাদি হয়। জমিয়তে উলামার বিশিষ্টকর্ম্মী মৌলবী আলী আছগর নূরী সাহেব ও তাহার সঙ্গে ছিলেন।

তাঁহাদের উপস্থিতিতে মহকুমার সর্ব্বত্রই জনজাগরণের বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। সতীশবাবু চৌয়ালিসে এক মহিলাসভায় বলিয়াছিলেন "শ্রদ্ধেয়া জননী ভগিনীগণ! আজ আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে—একস্থানে এত মহিলাসমাবেশ আমি শ্রীহট্ট সহর ব্যতীত অন্য কোথাও দেখি নাই। আমার ধারাণা ছিল করিমগঞ্জ মহকুমার বড়লিখা, বিয়ানীবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের মহিলারাই এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী সাড়া দিয়াছেন কিন্তু আজ আমার সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল।" বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত সতীশবাবু অসুস্থ শরীর নিয়া ও যে ভাবে দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমায় প্রচার কার্য্য করিয়াছেন—সেজন্য তাহাকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপণ করিতেছি।

১৭ই জানুয়ারী তারিখে দক্ষিণ শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্তের অধিনায়কত্বে একদল কর্ম্মী মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্র-গুলিতে প্রচার কার্য্যে বাহির হন। ১৯শে তারিখ শ্রীমঙ্গল থানার সম্মুখে দণ্ডবিধি আইনের ১৪১ ও ১৫৮ ধারার অপরাধে দক্ষিণ শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটির সহঃ সভাপতি নিরোদকুমার গুপ্ত ( তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের পর দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার ) প্রমোদ দেব ( ৭ই মে তারিখের নির্য্যাতিত সৈনিক ) আশু ভট্টাচার্য্য হেমেন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্র দাস প্রভৃতি সহ শ্রীশবাবুকে শ্রীমঙ্গল পুলিস গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে সাধারণ কয়েদীদের মত হাতকড়া ও দড়িদিয়া বাধিয়া শীতের রাত্রে দীর্ঘ পথ হাটাইয়া মৌলবীবাজারে আনা হয় এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সামান্য একমুষ্ঠি চিড়া ব্যতীত আর কিছুই খাইতে দেওয়া হয় নাই। সুদীর্ঘ দুইমাস হাজত বাসের পর স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরতির ফলে ১১ই মার্চ্চ তারিখে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

২৬শে জানুয়ারী তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ মত মহকুমার সর্ব্বত্রই "স্বাধীনতা দিবস" অনুষ্ঠান বিশেষ আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে। মহকুমার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ৪০টী জনসভার অধিবেশন হয় তন্মধ্যে মৌলবীবাজার, দিঘীরপার, কুলাউড়া, সত্রসতী, ঘাঘুটীয়া, শ্রীমঙ্গল, ভুবর, মিরপুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রাতে সর্ব্বত্রই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িতে দেখা গিয়াছিল। সভায় জন সাধারণ পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প বিশেষ দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করেন। সেদিন "শ্রদ্ধানিবেদন" পাঠকরার অপরাধেই না কি শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার গুপ্ত ধৃত হন। মৌলবীবাজারে সবই অদ্ভুত!

৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দক্ষিণ শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার গুপ্ত তাহার স্বগ্রাম দলিয়াতে ১০৮ ধারার অপরাধে ধৃত হন। সশস্ত্র পুলিস বাহিনীসহ থানার দারোগা সাহেব ঐ দিবস ভোরবেলা তাহার বাড়ী ঘেরাও করেন এবং খানা তল্লাসী করিয়া কিছু কাগজপত্র লইয়া যান সন্দেহজনক কিছুই পান নাই। এক মাস হাজতবাসের পর ১১ই মার্চ্চ তারিখে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরতির ফলে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

**"পরাধীন-দেশে দেশসেবার পুরস্কার—নির্য্যাতন কারাবরণ আর ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যু।"**

## শ্রীমঙ্গল।

শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার গুপ্তের উদ্যোগ চেষ্টা ও অধিনায়কত্বে শ্রীমঙ্গলবাজারে একটি আইন অমান্য পরিষদ গঠিত হয় এবং জনৈক দেশসেবক শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ভট্টাচার্য্য তাহার নিজস্ব বাসগৃহটি অপিস ও শিবিরের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেন। নলিনীবাবুর পরিচালনায় সেখানে পিকেটিং ও প্রচার কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতে দেখিয়া মহকুমা হাকিম বালিশিরা চা বাগানগুলির তিন মাইলের ভিতরে ২ সপ্তাহের জন্য সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারার এক আদেশ জারী করান। বনগাও কংগ্রেস কমিটি ঐ আদেশ অমান্য করিতে স্থির করেন এবং তদনুযায়ী সেখানে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমঙ্গল হইতে কংগ্রেসকর্ম্মী সরোজ কুমার দাস ( সম্পাদক কুলাউড়া কং কঃ ) সুধীররঞ্জন পাল প্রভৃতি সে সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন কিন্তু পুলিস কোনও ধরপাকড় করে নাই।

১৫ই আগষ্ট তারিখে হাকিম নবীব আলী, পুলিস ইন্‌সপেক্টার ছাতির আলী, দারোগা মজহর আলী প্রভৃতি সহ একদল সশস্ত্র বাহিনী লইয়া শ্রীমঙ্গল উপস্থিত হন এবং শ্রীমঙ্গল থানার দারোগা আবদুল রজাক, প্রতাপ দে প্রভৃতিকে লইয়া হাকিম সাহেব কংগ্রেস আপিস ও শিবির মৌলবীবাজারের মত বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। শিবিরে ১৪ জন সত্যাগ্রহী ছিল তাহাদিগকে ও গ্রেপ্তার করিয়া যথেচ্ছভাবে প্রহার করা হয়। সত্যাগ্রহীদিগের উপর এরূপ নৃশংস অত্যাচার ও কংগ্রেস গৃহ ধ্বংস করিয়া ফেলিবার সময় একজন বিশিষ্ট পথিকের প্রাণে বিশেষ আঘাত লাগে—অলক্ষিতে "এ কী অবিচার?" একথা-টা তার মুখ দিয়া বাহির

হইয়া পড়ে। তাহার এই মন্তব্য শ্রবণ মাত্রই পুলিস তাহাকেও বিশেষভাবে প্রহার করে। পুলিস ঘরের দ্রব্যাদি পত্র, পাকের বাসন প্রভৃতি গৃহস্থিত আসবাব ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং কাগজপত্র প্রভৃতি লইয়া যায়। এবং থানায় নিয়া এসকল সত্যাগ্রহীদিগকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে এবং সেখানেও বিশেষভাবে প্রহার করে। ইন্সপেক্টার সাহেব স্কুলগৃহ দাহ ও মদের দোকানগুলিতে অগ্নিকাণ্ডে তাহারা সংস্পৃষ্ট আছে বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাদের উপর আর জুলুম করিবেন না বলিয়া নলিনীবাবুকে বলেন কিন্তু নলিনীবাবু উত্তর করেন "সত্যাগ্রহীরা অহিংস নীতির উপাসক, প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলে না—প্রলোভন ঘৃণাকরে," তাহার এই স্পষ্ট উত্তরে ইন্সপেক্টার সাহেবের ক্রোধ বহ্নি বাড়িয়া যায় এবং সেজন্য তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। পাঁচ জন হাজতির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধৃত ১৪ জন সত্যগ্রহীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সেদিন তাহাদের ভাগ্যে আহার ত ঘটেই নাই বরং এই অনশন অবস্থায় তাহাদিগকে দীর্ঘ পথ হাটাইয়া মৌলবীবাজার আনা হয়। পথিমধ্যেও তাহারা উক্ত অপরাধ স্বীকার করিবার জন্য প্ররোচিত হন। ধৃত ১৪ জনের মধ্যে ৮ জনকে পুলিস ছাড়িয়া দেয় এবং নলিনীবাবু, যতীন্দ্র দেব, কামিনী দেব, অনঙ্গবিজয় নন্ত, সুন্দরী দে ও জ্যোতিভূষণ চৌধুরী সুদীর্ঘ হাজত বাসের পর ১৪৮ ধারার অপরাধে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রহারের ফলে নলিনীবাবু প্রভৃতি সপ্তাহকাল হাজতে শয্যাশায়ী কাতর ছিলেন।

নলিনীবাবু জেলে গিয়াও নানা নির্য্যাতন ভোগ করেন। জোড়হাট জেলে পরিদর্শনকালে আসাম লাট নলিনীবাবুর টিকিটে "Being hired to take part in unlawful assembly" লিখা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন "তোমাকে একাজের জন্য বেতন দেওয়া হইত কি?"

দেশাত্মবোধ প্রেরণায় দেশ যখন অনুপ্রাণিত হয়—পরাধীনতা-জ্বালায় ম্রিয়মান জাতি যখন মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবন মরণ পণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়—তখন অর্থ বিনিময়-যশলিপ্সা সসঙ্কোচে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। —পরপদানত লাঞ্ছিত মাতৃভূমির উদ্ধার সাধনে প্রকৃত দেশ প্রাণ কর্ম্মী নিজে নিস্বার্থভাবে দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলি দেন—মাতৃভূমির সেবায় যেসকল প্রাণ কর্ম্মী "বিঘ্ন বিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ" করিয়াছে তাহারা কি সে মাতৃযজ্ঞে অর্থ বিনিময়ের প্রত্যাশা করিতে পারে?

শ্রীমঙ্গল কংগ্রেস কমিটীর অপিস গৃহের মালিক শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ভট্টাচার্য্য ১৫৭ ধারার অপরাধে অভিযুক্ত হন এবং বিচারে ৫০৲ অর্থদণ্ড তদভাবে একমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিনোদবাবু হাসিমুখে কারাবরণ করেন। বিনোদবাবু ঘর ভাঙ্গার একটী মোকদ্দমা দায়ের করেন কিন্তু তাহা ডিসমিস হয়।

শ্রীমঙ্গলের এই অভিনয় সমাপ্ত করিয়াই কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত রহিলেন না—বনগাঁও শাখা কংগ্রেস কমিটীর আপিস গৃহও খানাতল্লাসী করা হয়। হাকিম নবীব আলী সাহেব প্রায় ২৫ জন সশস্ত্র পুলিস সহ বনগাঁও চৌধুরী বাড়ীতে হানা দেয় কিন্তু সন্দেহ জনক কিছুই পায় নাই—।

## কুলাউড়া।

স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার জন্য শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাসের উদ্যোগে কুলাউড়া বাজারে একটি কংগ্রেস কমিটী গঠিত হয় এবং পূর্ণ-উদ্যমে তথায় গঠনমূলক কার্য্য চলিতে থাকে। মৌলবীবাজার, শ্রীমঙ্গল প্রভৃতি স্থানে জুলুমবাজী করিয়াও কর্তৃপক্ষের বাসনা মিটিল না—কুলাউড়াতে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতে চাহিলেন এবং করিলেন ও তাই। ২৫শে আগষ্ট তারিখে মৌলবীবাজারের দ্বিতীয় হাকিম নবীব আলী সাহেবের অধিনায়কত্বে একদল সশস্ত্র পুলিসবাহিনী কুলাউড়াতে আসে এবং স্থানীয় পুলিসসহ হাকিম সাহেব কংগ্রেস অপিস গৃহটি একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। পুলিস আপিসের কাগজপত্র, আসবাব, থাল বাসন ভাঙ্গিয়া চুরমার করে—ঘরের সম্মুখে আগুন জ্বালিয়া পৈশাচিক উল্লাসে "জাতীয় পতাকা" ও সমস্ত জিনিসপত্রাদি সে আগুনে আহুতি প্রদান করে!! পুলিসের ছোটকর্ত্তা (?) ও সেদিন ডাকবাংলাতে উপস্থিত থাকিয়া অনুচরদিগের এই অমানুষিক কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন।

এ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সত্যাগ্রহীরা গাছতলাতে কংগ্রেস কার্য্যালয় স্থাপন করিবেন—সেখানেও পুলিস আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দেয়—গাছ তলাতেও তাহাদের বসিবার স্থান হইল না—স্থানীয় ৺ কালীবাড়ীতে কর্ম্মিরা রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন—অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিয়া মদ গাঁজার দোকানে পিকেটিং চালাইতে থাকেন। একদিন পিকেটিং করিবার সময় হিমাংশু ধর প্রভৃতি ৬ জন সত্যাগ্রহীকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া প্রহার করে—

পরে বিচারের জন্য মৌলবীবাজার চালান দেয় . এবং বিচারে হিমাংশু বিমল ধর তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং অপর পাঁচ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে কাপড়ের, দোকানে কাপড়ে গাইটে শিলমোহর করিবার সময় ৮জন কর্ম্মিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে ৪ জনকে থানায় নিয়া প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস, সত্যাগ্রহ-শিবির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র দেব ও হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দীর্ঘ হাজত বাসের পর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সত্যাগ্রহী রমণচন্দ্র দাস ১৩ দিন হাজতবাসের পর অব্যাহিত লাভ করে।

১৯শে অক্টোবর হইতে পুলিশ পিকেটারদিগকে ভীষণ নির্য্যাতন করিতে থাকে। ঐ দিবস পরেশচন্দ্র চৌধুরী নামক ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক কুলাউড়া গাঁজার দোকানে পিকেটীং করিতেছিল তখন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বাবু সুরেন্দ্রকুমার দাস অশ্বারোহনে সেখানে উপস্থিত হন এবং তাহাকে সরিয়া যাইতে বলেন—পরেশ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় দারোগাবাবু ঘোড়ার চাবুক দ্বারা আঘাত করিতে করিতে হেচড়াইয়া থানায় লইয়া যান। থানায় নিয়া তাহাকে গুনিয়া ৬০টী বেত্রাঘাত করার পর ২টী ছড়িই ভাঙ্গিয়া যায়। বেত্রাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে সবুট পদাঘাতও চলিতে থাকে। তাহার শরীরের ২২টী স্থানেই চামড়া উঠিয়া যায়। জয়চণ্ডী মদের দোকানে পিকেটীং করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে দুর্গাপদ দেব গাঁজার দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া তাহাকেও কয়েকটী বেত্রাঘাত করা হয়।

২০শে অক্টোবর জিতেন্দ্র পাল ও বিনোদ চৌধুরীকে মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটীং করিবার সময় পুলিশ প্রহার করিতে করিতে থানায় ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাদের নিকট হইতে খৎ লইবার জন্য পুলিশ খুব পীড়াপীড়ি করে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তাহাদের প্রত্যেকের দুই হাত দুই জন করিয়া পুলিশ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরে ও দুই জন তাহাদিগকে বেদম প্রহার করিতে থাকে। প্রহারের ফলে তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে পুলিশেরা তাহাদিগকে পাখার বাতাসে জ্ঞান সঞ্চারে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহারা একটু জ্ঞানলাভ করিতেই পুনরায় প্রহার করিতে থাকে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এইরূপ নির্য্যাতন চলিতে থাকে। কাহারও কোমরের নীচে তিল পরিমাণ স্থান ও প্রহার চিহ্ন বর্জ্জিত ছিল না। খৎ লওয়ার জন্য তাহাদের নখের নীচ দিক দিয়া কলমের নিব ঢুকান হইয়াছিল। দারোগা সুরেন্দ্র বাবুর আদেশে তাহার সম্মুখে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল তিনিও মধ্যে মধ্যে উঠিয়া শ্রীমানদেরে সবুট পদাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছিলেন !!

২১শে তারিখ দ্বাদশ বর্ষীয় বালক ভূপেন্দ্র পালিত ও দীনেশ ভট্টাচার্য্যের উপর ভীষণভাবে পুলিশ নির্য্যাতন চলিতে থাকে। সহকারী দারোগা প্রমোদ বাবু ও দুই জন কনেষ্টবল, দীনেশকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। দারোগার বুটের চোটে দীনেশের পায়ের গোড়ালী হইতে এক টুকরা মাংস উঠিয়া যায়। সে স্থানটী পচনশীল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভয়াবহরূপ ধারন করে এবং সে তজ্জন্য সুদীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিল।

২২শে তারিখ তরণী ভট্টাচার্য্য, সুবোধ গুপ্ত পিকেটিং করিতে গিয়া বিশেষ ভাবে পুলিশের নির্য্যাতন ভোগ করে, তাহাদিগকে ধরিয়া থানায় আবদ্ধ করিয়া প্রহার করে। তরণীকে রাত্রি ১২ ঘটীকা পর্য্যন্ত খৎ লওয়ার অভিপ্রায়ে ১০।১৫ মিনিট পর পরই প্রহার করিতে থাকে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পরদিন ১২ টার সময়ে ছাড়িয়া দেয়।

২৩শে তারিখ নিকুঞ্জ গোস্বামী ও সূর্য্যমণি দেব পিকেটিংএ ধৃত হয়। তাহাদিগকে পর দিবস ৪ টা পর্য্যন্ত আটক রাখা হয়। মহকুমা হাকিম ২৩শে ও ২৪শে তারিখে কুলাউড়ায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস ছোট লেখা মহিলা সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা দাসের নেতৃত্বে এক মহিলাবাহিনী শ্রীযুক্তা গিরিজা বালা গুপ্ত (শ্রীযুক্ত অবলাকান্ত গুপ্তের ভগিনী) সহ কুলাউড়া পৌছেন। ২৪শে তারিখ হইতে তাহারাই পিকেটীং করেন। পুলিশ তাহাদিগকে বলে "আপনা-দিগকে গ্রেপ্তার করিলাম" মহিলারা পরোয়ানা চাহিলে তাহারা পরোয়ানা দেখাইতে না পারিয়া চলিয়া যায়।

বিদ্যাশ্রমের নারব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু কিশোর সেন গুপ্ত মহাশয়ের নামে বন্য শূকর ও হিংস্র পশ্বাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও শস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে যে বন্দুকটী ছিল কর্ত্তৃপক্ষ কি ভাবিয়া সে বন্দুকটি জব্দ করিয়াছেন। স্থানীয় পুলিশ "বিদ্যাশ্রম" গিয়া আশ্রমস্থিত জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া লইয়া আসে এবং আশ্রমের কর্ম্মিদিগকে নানা ভয় প্রদর্শন করে কিন্তু পুনরায় তৎক্ষণাৎ জাতীয় পতাকা টানানো হইলে পুলিশ সেখানে আর কিছুই করে নাই। পরপদানত বলিয়াই কি একটা জাতীর স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকার এত অবমাননা !!!

আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার এইত নমুনা। এতে রাজার আইনের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি অটুট থাকিতে পারে কি? লাঠীর আঘাতে চাবুকে বেটনে নানা বর্ব্বরোচিত জুলুমে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষকেরা যে ভাবে রাজার আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের মনে বৃটিশ-আইনের প্রতি শ্রদ্ধা

থাকিতে পারে কি ? কংগ্রেস আপিস ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, গৃহস্থিত যাবতীয় আসবাব চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইল--কোথাও বা ভস্মীভূত করা হইল—বেপরোয়া ভাবে গৃহে আবদ্ধ করিয়া প্রহার করা হইল—নানা অমানুষিক অত্যাচার করা হইল ! একটা জাতীর স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া নেওয়া হইল—পোড়াইয়া ফেলা হইল—সভ্যজগতে এর চেয়ে বর্ব্বরতা আর কি হইতে পারে ?

আইনের রক্ষক সাজিয়া কাহারা আইনের মাথায় লগুড়াঘাত করিয়াছে ? অন্যায় অত্যাচারে কাহারা প্রজার অন্তরে রাজশক্তির উপরে বিরূপতা জন্মাইয়াছে —আইন ও শৃঙ্খলার অপহ্নব ঘটাইয়াছে ? আইনের বিধান অনুযায়ী তথাকথিত আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ কারীদের সাজার ব্যবস্থা করাই আইনের মর্য্যাদা রক্ষকদের কর্ত্তব্য। যদি ভারতে রাজার সত্যই বিচার চলিতে পারিত তবে আইন ও শৃঙ্খলা, রাজকর্ম্মচারীরা যেরূপ নষ্ট করিয়াছেন তাহাতে ভারতের স্বাধীনতাকামী বেআইনী আইন ভঙ্গকারীদের শুধু সাজা হইত না—এই তথাকথিত আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষকদেরও হইত। আইন-শৃঙ্খলার রহস্য বুঝিয়া আমরা নির্ব্বাক হই— এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার করিতে হইলে চাই—**পূর্ণ স্বাধীনতা**।

পরিশেষে ধূলায় মাথা লুটাইয়া অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি সেই বীরবৃন্দের স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে যাঁহারা মাতৃযজ্ঞের—স্বাধীনতার—পবিত্র বেদীমূলে "নিঃশেষে করিলা দান", অন্তরের ভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি সেই জননী ভগিনীগণের উদ্দেশ্যে যাঁহাদের আত্মোৎসর্গ ও বীরত্বের মহিমায় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় দুন্দুভি দিগদিগন্তে নিনদিত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি সেই সেনানী ও সৈনিকবৃন্দের উদ্দেশ্যে যাঁহারা জননী জন্মভূমির পরাধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য আমলাতন্ত্রের সকল অত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।—**বন্দে মাতরম্‌**।

---

স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার বিবরণ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। অতিরঞ্জিত না করিয়া প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তক প্রণয়ন কালে যে সকল সাময়িক পত্রিকা, বুলেটিন প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি সে সকল পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। মুদ্রন কার্য্যাদি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে বাধ্য হওয়ায় নানা ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে—সহৃদয় পাঠকবর্গ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদনমিতি

শ্রীদ্বিজেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত।

---

সুরমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, শ্রীহট্ট।